আজকাল অর্থকরী

অসাম্য আর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ভারত

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বাজার অর্থনীতির সূচনা থেকে সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করে জাতীয় সঞ্চয়কে বেসরকারি লগ্নির জন্য ব্যবহার করার নীতি নিয়েছিল শাসককূল। নতুন করে আর্থিক সংস্কারের কাঠামোগত পুনর্নির্মাণের কথা ভাবা হয়েছিল। তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পরিকল্পনা করেই দেশের অর্ধেক মানুষকে উন্নয়নের বৃত্তের বাইরে রাখা হয়েছিল। গত ৩০ বছরের এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় দেশের ধনী ও মধ্যবিত্তের সামান্য একটা অংশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছে এবং বৃহত্তর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ তীব্র অনটনের মুখে পড়ে দিশেহারা।

বিপুল আর্থিক দায় সামাল দিতে না পেরে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে। অক্সফার্ম থেকে পাওয়া সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত এদেশের কমপক্ষে ৩ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গেছে, যেখানে ১০৮ জনের বেশি নতুন বিলিয়নেয়ার গড়ে উঠেছে।

২০২২ সালের হিসেব অনুযায়ী, সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে দেশের ৭৭ শতাংশ সম্পদ। ১ শতাংশ অতি ধনীর সম্পদ বেড়েছে ৭৩ শতাংশ। আর দেশের ৬৭ কোটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের আয় বেড়েছে মাত্র ১ শতাংশ। এর জন্য সংস্কার নীতিই দায়ী। এটা বদলে ফেলা ভাল জানিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা আরও বেশি অসাম্যের পথ তৈরি করেছেন।

যে উন্নয়নের নীতি হিসাবে একে গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে ছুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির সূত্র। তখন বলা হয়েছিল উন্নয়নটা হবে ওপর মহলে এবং সেখান থেকে ছুঁইয়ে নীচের মহলে আসবে ধীরে ধীরে। সংস্কারের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ধীর হার প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল যতদিন যাচ্ছে কর্মসংস্থান হওয়ার বদলে নতুন কাজের সৃষ্টি কমছে এবং যেটুকু কর্মসংস্থান হত সেই ক্ষেত্রগুলো আরও বেশি সঙ্কুচিত হচ্ছে। ন্যাসকমের আশঙ্কা, সফ্‌টওয়্যার ও কম্পিউটার দুনিয়ায় মধ্যমেধার সাধারণ ছেলেমেয়েদের কাজের জায়গা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সাংঘাতিকভাবে কমে যাবে। ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েরা ইদানিং যে ধরনের চাকরি পাচ্ছিল সেই চাকরিগুলোও খুব দ্রুত হারিয়ে যাবে।

এখন দেখা যাচ্ছে ৯১ শতাংশের বেশি চাকরি বা আয়ের সুযোগ রয়েছে কেবলমাত্র অসংগঠিত ক্ষেত্রে। কর্মের নিশ্চয়তা এবং শ্রমের অধিকার হিসাবে শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধা এদেশে ক্রমশ কমছে। বাড়ছে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসঙ্কোচন। ভারতবর্ষের মূল কর্মদাতা ছিল সরকারি ক্ষেত্র। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে সেই কর্মক্ষেত্রটাকে সঙ্কুচিত করে তা বেসরকারি ক্ষেত্রের কাছে ছেড়ে দিতে। আগামী দিনে যারা যুবসমাজের ভবিষ্যৎ, তারা প্রকৃতপক্ষেই চায় না চাকরির সংখ্যা বাড়াতে। যদিও বা বাড়াতে বাধ্য হয়, তাহলেও তারা তিনটি মানুষের কাজ একটি মানুষকে দিয়ে করানোকে নীতি বলে মনে করে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের এই কর্পোরেটমুখী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি ক্রমশ দেশকে গভীর কাঠামোগত অসাম্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১৯৮০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, দেশের যে অর্ধেক মানুষ সমাজের নীচের তলায় বাস করে, তাদের এই চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ৮৯%। যেখানে সেরা দশ শতাংশ ধনীর আয় বেড়েছে ৭৫০ শতাংশ। ২০০০ সালে এদেশে বিলিয়নেয়ার (শত কোটির মালিক) ছিলেন ৯ জন, ২০১৭ সালের পর সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০১!

এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুফল কীভাবে আত্মসাৎ করেছে কর্পোরেট জগৎ। ২০১৭-১৮ সাল থেকে ২০২১-২২ সালের মধ্যে প্রতিদিন ৭০ জন নতুন মিলিয়নেয়ার তৈরি হয়েছে। ২০২১-২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ০.১ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে সাড়ে ১১০০ শতাংশের কাছাকাছি। তার মধ্যে আদানি-আম্বানি-টাটাদের মতো কর্পোরেট মালিকদের আয় বেড়েছে প্রায় ২৭২৬ শতাংশ।

১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে দেশের ১৪ কোটি এই চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির জন্য সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কিছুটা বৃদ্ধির সুফল পেয়েছেন। কর্মসংস্থানের সুবাদে কিছুটা হলেও সংগঠিত কর্মী হওয়ার সুবিধাগুলো নিয়ে তাঁরা ভাল আছেন। বাকিরা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত। কেবলমাত্র ক্রমবর্ধমান চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে দেশের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেছেন। এই হিসেব ২০২২ সালের, জানাচ্ছে অক্সফাম। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে দু'জন হারিয়ে যাচ্ছেন আরও দারিদ্রের অন্ধকারে। আর প্রধানমন্ত্রী প্রতি কোচে ১৩৫ কোটি টাকা খরচ করে বন্দে ভারত ছুটিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন, দেশ এগিয়ে চলেছে!

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট পাওয়ার

বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে সম্প্রতি 'প্রোজেক্ট পাওয়ার' নামের একটি বিশাল আউটরিচ শিবির আয়োজন করেছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা মেট্রো রিজিওনাল অফিস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল অফিস মুম্বইয়ের জেনারেল ম্যানেজার শান্তনু কুমার দাশ, কলকাতা জোনের জোনাল হেড জি কে সুধাকর রাও, কলকাতা মেট্রো রিজিওনাল অফিসের রিজিওনাল হেড দিলীপ মিশ্র সহ ব্যাঙ্কের অন্যান্য আধিকারিক ও এগজিকিউটিভরা।

এই শিবির থেকে ১২ কোটি টাকা অর্থমূল্যের খুচরো ঋণ দেওয়া হয় যার মধ্যে গৃহঋণ, গাড়ি ঋণ, ব্যক্তিগত ও শিক্ষা ঋণ ছিল। এর পাশাপাশি ১.৫০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ, ৭৮ কোটি টাকার এমএসএমই ঋণও দেওয়া হয়।

লিলুয়ায় পিএসবির নতুন শাখা

সম্প্রতি লিলুয়ায় পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের নতুন শাখার উদ্বোধন হল। শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও স্বরূপ কুমার সাহা। সঙ্গে ছিলেন জোনাল ম্যানেজার প্রেম শঙ্কর সিং ও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার অমিতাভ তালুকদার। এটি পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের ১৫৪৩তম শাখা।

ওপোর নতুন স্মার্টফোন

নতুন স্মার্টফোন এফ২৩ ৫জি বাজারে আনল ওপো। ২৪,৯৯৯ টাকা দামের এই ফোনে রয়েছে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি, ২৫৬ জিবি স্টোরেজ। এই ফোনটি মাত্র ১৮ মিনিটে ৫০% চার্জ করা যায়। ৫ মিনিটের চার্জে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কথা বলা যাবে এতে।

আইআইএফএল-এর বন্ড

বাজার থেকে ১৫০০ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিকিওর্ড বন্ডের পাবলিক ইস্যু খুলল দেশের অন্যতম নামী নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফিনান্স। এই বন্ডে ৯% পর্যন্ত ফেরতলাভ ও উচ্চমাত্রার সুরক্ষা কবচ রয়েছে বলে সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে।

সংস্থার ডিরেক্টর গৌরব মিশ্র জানিয়েছেন, 'বর্তমানে দেশে আমাদের চার হাজারেরও বেশি শাখা। এই তহবিলের মাধ্যমে

আমরা আরও বেশি গ্রাহকের ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম হব।'

এমএসএমই সেক্টরই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে দেবে

সুশান্ত কুমার সান্যাল

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট বরহে ব্রেন্ডের অনুমান, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই যে এগিয়ে থাকবে শুধু তাই নয়, ভারত আরও বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ টানতে সক্ষম হবে, সঙ্গে বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগও।

কিন্তু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি এই মুহূর্তে অনেকাংশেই নির্ভর করছে এমএসএমই (মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) এর উন্নতির ওপর। কারণ, দেশের জিডিপি-তে এই সেক্টরের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ, রপ্তানিতে অবদান প্রায় ৪০ শতাংশ। তাঁদের মতে, দেশের এই ৬৩ মিলিয়ন এমএসএমই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নয়নশীল অর্থনীতি থেকে উন্নত অর্থনীতিতে নিয়ে যেতে পারে।

১ জুলাই ২০২০ থেকে পরিবর্তিত নিয়ম অনুসারে যে ব্যবসায় প্ল্যান্ট, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বোচ্চ এক কোটি এবং বার্ষিক টার্নওভার ৫ কোটির মধ্যে, তাকে বলা যাবে মাইক্রো বা ক্ষুদ্র উদ্যোগ। বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক দশ কোটি এবং বার্ষিক টার্নওভার ৫০ কোটির হলে তাকে বলা হবে স্মল বা ছোট উদ্যোগ, আর বিনিয়োগ সর্বাধিক ৫০ কোটি ও বার্ষিক টার্নওভার ২৫০ কোটির মধ্যে হলে তাকে বলা হবে মিডিয়াম বা মাঝারি উদ্যোগ। ভারতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিশেষত জিডিপি বহুলাংশে নির্ভর করবে ভারতের এমএসএমই সেক্টরের ওপর। তবে, কয়েকটা বিষয়ে নজর দেওয়াও প্রয়োজন।

প্রথমত, বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে এই সেক্টরের ডিজিটাইজেশনের ওপর। দুনিয়া জুড়ে যেভাবে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে অবশ্যই বাড়াতে হবে এর প্রয়োগ। যদিও সাম্প্রতিক অতিমারির ফলে এই ডিজিটালের প্রয়োগ বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। ক্রিসিল রিপোর্ট দেখিয়েছিল যে, এই সময়ে স্মল আর মিডিয়াম সেক্টরের ক্ষেত্রে এর বৃদ্ধি ঘটেছিল ৫৩ শতাংশ আর মাইক্রোর ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ছিল ৪৭ শতাংশ যা অতিমারির পূর্ববর্তী সময়ে ছিল মাত্র ২৯ শতাংশ। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচুর উন্নতির সম্ভবনা আছে এমএসএমই সেক্টরের। তাই যত দ্রুত এই সেক্টরের ব্যবসায় ডিজিটালের ব্যবহার বাড়বে, ততই দ্রুততার সঙ্গে এর বৃদ্ধি ঘটবে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, দেশের সিংহভাগ এমএসএমই কিন্তু এখনও অসংগঠিত ক্ষেত্রে রয়েছে। তাই এই ধরনের বেশিরভাগ ব্যবসা এখনও পর্যন্ত সরকারের কোনও সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। বেশিরভাগ এমএসএমই-তে সংগঠিত ক্ষেত্রে এনে পোর্টালে তাদের নাম নথিভুক্ত করে এই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র বড় লক্ষ্য হল দেশকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর করা। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সরকার একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে, বিভিন্ন আমদানির ওপর বাড়ানো হয়েছে আমদানি শুল্ক। ফলে এমএসএমই সেক্টরের ব্যবসার প্রসার বাড়বে, তা হলফ করে বলা যায়। একইভাবে ভারতে তৈরি দ্রব্যের রপ্তানিও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

চতুর্থত, ভারত এখন বিশের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। সুতরাং আভ্যন্তরীণ চাহিদার বৃদ্ধি ঘটবে প্রতিনিয়ত। ফলে এখানেও প্রচুর চাহিদা তৈরি হবে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ করবে এই ক্ষেত্র।

পঞ্চমত, বিশেষত ইলেকট্রনিক্স ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের মধ্যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটবে নজর কাড়ার মতো। শুধুমাত্র স্মার্ট টিভির ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ৭৪ শতাংশ।

সবশেষে, নিবন্ধীকৃত এমএসএমই সেক্টরের ক্ষেত্রে অনলাইন ঋণের বিশেষ সুবিধাও মিলছে। তবে সরকারের নজর দেওয়া উচিত যাতে অপেক্ষাকৃত সরল প্রক্রিয়ায় ও যথাসম্ভব কম কাগজপত্রে দ্রুত এই লোনের সুবিধা উপলব্ধ হয় কারণ ভারতের মতো দেশে এমএসএমই সেক্টরের বৃদ্ধি অনেকাংশেই নির্ভর করছে ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের ওপর।

পাঞ্জাব নেশনাল বাঁক punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

পুরুলিয়া সার্কেল অফিস, রাধাকৃষ্ণ মোড়, শশধর গাঙ্গুলি রোড, রাজাবাঁধপাড়া, পুরুলিয়া ৭২৩১০১, ই-মেল: copuruliagad@pnb.co.in

প্রেমিসেস প্রয়োজন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল নিম্নলিখিত স্থানে সুনির্মিত এবং প্রস্তুত করা হল ধরনের বিল্ডিং চাইছেন যার কার্পেট পরিমাপ-সহ এটিএম স্থান (৮০০-১০০০ বর্গফুট) হতে হবে এবং যা লিজ/ভাড়া ভিত্তিতে থাকবে
১) বেলিয়াতোড় ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য গ্রাম ও পোঃ বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে।
২) হুতমুড়া ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য গ্রাম ও পোঃ হুতমুড়া, জেলা- পুরুলিয়া, পিন ৭২৩১৪৮ অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে।
প্রেমিসেস প্রথম তলে হতে হবে এবং যদি দ্বিতীয় তলে হয় সেখানে লিফ্‌ট সুবিধা থাকতে হবে, গ্রাম ও পোঃ বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া/গ্রাম ও পোঃ-হুতমুড়া, জেলা- পুরুলিয়া, পিন ৭২৩১৪৮ স্থানে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের বিধিবদ্ধ সংস্থা থেকে ছাড়পত্র থাকতে হবে। আগ্রহী মালিকগণ/ ওই প্রেমিসেসের নথিভুক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকগণ যারা তাদের প্রস্তুত হওয়া প্রেমিসেস দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পছন্দমতো ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য লিজ প্রদানের জন্য ইচ্ছুক তাঁরা তাঁদের প্রস্তাব নির্ধারিত আকারে জমা করবেন। ওই ফর্ম ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.pnbindia.in**-তে পাওয়া যাবে বা নিকটস্থ ব্রাঞ্চ বা অফিস চলাকালীন সময়ে উক্ত ঠিকানা থেকে পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ প্রস্তাব স্বাক্ষর করে মুখবন্ধ খামে উক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জমা করতে হবে **৩০ জুন, ২০২৩ বেলা ৫.০০টা এর মধ্যে বা তার পূর্বে।**
ব্যাঙ্ক মধ্যস্থতা প্রদানকারীকে অর্থাঙ্ক প্রদান করবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকারী।

স্বা/-
তারিখ: ১৫.০৬.২০২৩ , স্থান: পুরুলিয়া — চিফ ম্যানেজার

এনআইটি, আইআইইএসটি শিবপুর আইআইআইটি এবং সিএফটিআই তে পিজি ভর্তির এর জন্য সেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং
হোস্ট ইন্সটিটিউট: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা

এমটেক/এম আর্ক/এম প্ল্যান (সিসিএমটি-২০২৩) এর ভর্তির জন্য
https://ccmt.admissions.nic.in তে ভিজিট করুন
এম এসসি/এমএসসি (টেক) (সিসিএমএন-২০২৩) এর ভর্তির জন্য
https://ccmn.admissions.nic.in তে ভিজিট করুন
অনলাইন আবেদন জমার শেষ দিন ২৪.০৬.২০২৩।

স্বা/-
Advt. No. 15/2023 — চেয়ারম্যান, সিসিএমটি এবং সিসিএমএন ২০২৩
CBC 21260/12/0001/2324
Aajkaal: 15.06.2023: Kolkata, Siliguri

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার
জেলা পশ্চিম বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২০৬, পঃবঃ,
ফোন: ৩৬৯৫৬২৪২০৬, ই মেল আইডি: rddurgapur@centralbank.co.in

পশ্চিমবঙ্গের জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিসি সুপারভাইজার নিয়োগ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস বার্ষিক চুক্তিভিত্তিতে বিসি সুপারভাইজার পদে নিয়োগের জন্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী/কম্পিউটার জ্ঞানযুক্ত স্নাতক চাইছেন।
আবেদনপত্রের ফর্ম, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিশদের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.centralbankofindia.co.in/** প্রদত্ত বিশদ বিজ্ঞাপন দেখুন। উক্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে অথবা যোগাযোগ করুন রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, মামরা বাজার জেলা পশ্চিম বর্ধমান, মোবাইল নং: ৮০০১০৯১৫৫৫।
আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়: ২২.০৬.২০২৩, বেলা ৪.০০ — রিজিওনাল হেড

SBI **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)**
দ্বিতীয় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি,
ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ১০৩

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এই ব্যাঙ্কের কাছে রেহানাবদ্ধ ও দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সামগ্রী/বস্তুগুলি ০৩.০৭.২০২৩ তারিখ প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। **৩০.০৬.২০২৩ তারিখে** নিলামের স্থানে **দুপুর ২.০০টো থেকে বিকেল ৪.০০টার মধ্যে** নিজেদের হাজির থাকার জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশ্য নিলাম বিকেল **৪.০০টা থেকে সন্ধে ৬.০০টার মধ্যে** আয়োজিত হবে এই স্থানে: **এসবিআই আরএসিপিসি সাউথ কলকাতা, দ্বিতীয় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ১০৩।**

ঋণগ্রহীতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর	সামগ্রীগুলির তালিকা:-	ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹) খ) বায়না জমা
ঋণগ্রহীতা: শ্রী শিবপ্রসাদ তাঁতি, অ্যাকাউন্ট নং ৩১৪৯৭৭৮৫৫৭১, পিতা শ্রী রঞ্জন কুমার তাঁতি	রুম নং ১ (কে১)-একটি গ্যাস ওভেন কিছু বাসনপত্র, রুম নং ২ (বি-১)-একটি কাঠের খাট, একটি কাঠের টেবিল, রুম নং ৩ (বি-২)-একটি কাঠের খাট, একটি কাঠের চেয়ার, একটি কাঠের আলনা, একটি সিলিং ফ্যান, একটি দেওয়াল ঘড়ি, একটি টিউবলাইট, রুম নং ৪ (কে২)-কিছু বাসনপত্র, রুম নং ৫ (ডাইনিং)-একটি ব্যবহৃত ছোট টিভি (১৪ ইঞ্চি), একটি স্টিল আলমারি, একটি কাঠের তক্তা, তিনটি কাঠের চেয়ার, একটি স্টিলের শোকেস।	ক) ₹২৮,৮০০/- খ) ₹২,৮৮০/-

সমস্ত সামগ্রী/বস্তু **'যেখানে আছে সেখানে' এবং 'যেমন আছে তেমন'** ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
১. আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত বয়ানে আবেদন করতে হবে যার সঙ্গে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% অর্থাঙ্ক বায়না জমা বাবদ **'SBI RACPC SOUTH KOLKATA'-এর অনুকূলে কাটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্কারস চেক ০৩.০৭.২০২৩ তারিখ নিলামের স্থানেই বিকেল ৪.০০টার মধ্যে জমা দিতে হবে। [নগদে কোনও অর্থাঙ্ক গ্রহণ করা হবে না এবং সংযুক্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্কারস চেক গ্রহণ করা হবে]।** এর পাশাপাশি আগ্রহী ক্রেতাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিলামের স্থানে বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম-সহ নিজেদের আসল পরিচয়পত্র এবং এর উপযুক্ত সংখ্যক জেরক্স করা কপি সঙ্গে নিয়ে আসেন। সফল বিডারদের দু'কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা পুরো 'বিড' অর্থাঙ্ক দাখিল করার পর 'বিক্রয় শংসাপত্র' ইস্যু করার সময় কাজে লাগবে।
২. সংরক্ষণ মূল্যের কম অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা বিড/প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।
৩. দরাদরি/বিডিং সমাপ্ত হলে এই ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রের অনুকূলে বিক্রয় সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করবে এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতাদের লিখিতভাবে সফল দরদাতার অনুকূলে নিলাম সম্পন্ন হওয়ার সাত দিনের মধ্যে তা জানানো হবে।
৪. ব্যাঙ্ক দ্বারা ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার চিঠি পাওয়ার তারিখের **সাতদিনের মধ্যে** এই ব্যাঙ্ককে নিলামের পুরো অর্থাঙ্ক (বায়না জমা সমন্বয়ক্রমে) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট হিসেবে জমা দিতে হবে। রোড ট্যাক্স, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদির মতো বিধিবদ্ধ দায়গুলি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
৫. নিলাম প্রক্রিয়ায় বিডিংয়ের সময় বিডারগণ তাঁদের অফার ₹১,০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) গুণীতকে বাড়াতে পারেন।
৬. আগ্রহী ব্যক্তিগণ সম্পত্তিটি ৩০.০৬.২০২৩ দুপুর ২.০০টো থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করতে পারেন।
৭. এই ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত দরপ্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার এবং নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার বজায় রাখে।
৮. বস্তু/সামগ্রীগুলির রেজিস্ট্রেশন করানো দরদাতার দায়িত্ব। পুরো বিড অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর আরএসিপিসি সাউথ কলকাতা সামগ্রী/বস্তুগুলি হস্তান্তর করবে। বিডারদের নামে সামগ্রী/বস্তুগুলি রেজিস্ট্রেশন করানোর ব্যাপারে **এসবিআই, আরএসিপিসি সাউথ কলকাতা** বা অন্য এসবিআই ব্রাঞ্চ/ অফিসগুলি কোনও দায়িত্ব নেবে না। **যোগাযোগ নং অনুমোদিত অফিসারের নাম: নাম: মন্টু কুমার মণ্ডল, ই মেল আইডি: m.mondal@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১২৮৬৯।**

তারিখ: ১৪.০৬.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা — **এসবিআই, আরএসিপিসি সাউথ কলকাতা**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ২০১৬ অধীনে
ম্যাক্সিমাম এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীনে)
রেজিস্টার্ড অফিস: ১২৭/এ, শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পঃ বঃ-৭০০ ০২৬, ভারত
(CIN: U51909WB2009PTC134034)
লিকুইডেটর: উত্তম টেকরিওয়াল
অকশনের তারিখ ও সময়: ১০ জুলাই ২০২৩ বেলা ১১.০০ থেকে বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত
(সহ প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধি)
ক্ষেত্র প্রেমিসেস নং ১২৭এ, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল কলকাতার ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের আদেশানুসারে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ২০১৬ (আইবিসি) অধীনে নিয়োজিত লিকুইডেটর প্রকাশ্যে ঘোষণা দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেট অন্তর্গত **ম্যাক্সিমাম এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড** (লিকুইডেশন অধীনে)-এর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য। সম্পদের বিক্রয় ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://eauctions.co.in** মাধ্যমে লিকুইডেটর অনুষ্ঠিত করবেন।

সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নিদর্শ জমা (লক্ষ টাকায়)	বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক (লক্ষ টাকায়)
জমি ও বিল্ডিং (যা নিম্নে বিবৃত)	৬৩০.০০	৬৩.০০	২.০০

জমি ও বিল্ডিংয়ের বিবরণ:
'কমলা শক্তি' নামিত প্রথম-সহ ৪ (চার) তলা ব্যবসায়িক বিল্ডিংয়ের সকল অপরিহার্য অংশ, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২৭এ, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং- ৮৪, থানা- টালিগঞ্জ (পুরাতন), কলকাতা-৭০০ ০২৬, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, যা নির্মিত ৪ (চার) কাঠা ৩ (তিন) ছটাক এবং ৩৪ (চৌত্রিশ) বর্গফুট জমির ওপর, যার কার্পেট পরিমাপ কমবেশি ৮,৮২৭ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি এইরূপে:
পূর্বে : শরৎ বোস রোড (পূর্বতন ল্যান্সডাউন রোড) নামিত প্রধান পুরসভার রাস্তা,
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১২৭, শরৎ বোস রোড,
উত্তরে : আংশিক প্রেমিসেস নং ১২৫ এবং আংশিক প্রেমিসেস নং ১২৩, শরৎ বোস রোড,
দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১২৭, শরৎ বোস রোডের ১০ ফুট চওড়া পরিসর।

ই-অকশনের শর্তাবলি নিম্নে:
১) নিদর্শ জমার শেষ তারিখ: ০৭.০৭.২০২৩ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
২) যোগ্যতামান নথি জমার শেষ তারিখ: ২৯.০৬.২০২৩ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত
৩) ই-অকশন কেবলমাত্র 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে তা আছে', 'যেখানে যেভাবে আছে' এবং 'অন্য কোনও উপায় ব্যতীত' ভিত্তিতে এবং ই-অকশন বিক্রয় কোনওপ্রকার ওয়ার্‌যান্টি, ইনডেমনিটি, ওয়েভার ব্যতীত। লিকুইডেশনের তারিখ পর্য